অভিশপ্ত রঙধনু

সংকলন ও সম্পাদনা
মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মাকতাবাতুন নূর

বিষয়সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংকলকের কথা	১৩
অপ্রিয় সত্য	**১৮**
নাটের গুরু	**২০**
সমকামিতা স্বাধীনতা, নাকি রোগ নাকি অন্যকিছু	**২৩**
সমকামিতা কি জেনেটিক্যাল?	**৩১**
সমকামিতা কি অপরিবর্তনীয় ?	**৩৪**
গোজামিল	**৩৮**
উভলিঙ্গ প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজনন নাকি সমকামিতা	৩৮
কিন্তু মেডিক্যাল সাইন্স কি তাদের সেই সুযোগ দিবে?	৩৯
ট্রান্সজেন্ডার নাকি হিজড়া	**৪২**
প্রেক্ষাপট	৪২
ট্রান্সজেন্ডার কী?	৪৩
আদর্শিক প্রপাগ্যান্ডা	৪৪
করণীয়	৪৬
গবেষণার জন্য	৪৮
ছুরিকাঁচির নিচে	**৪৯**
কিছু শিখে নেই	৫০
মন যেন উড়ে না বেড়ায়	৫৬
সারসংক্ষেপ	৬৫
রোগতত্ত্বে সমকামিতা	**৬৬**
১. গে-কনটাক্ট	৬৬
১.১ ওরাল সেক্স; ১.২ পায়ুলেহন	৬৮/৭৩
২. লেসবিয়ান কন্টাক্ট; ২.১ HIV; ২.২ cancers; বিশ্লেষণ	৭৪/৭৬
স্বাভাবিক একটা জিনিসকে কেন রুখবেন?	৭৯

নীল নকশা ৮০
ডিসেনটাইযেশন- দৃষ্টভঙ্গির পরিবর্তন ৮২
ভিকটিমহুড – সমকামিতা জন্মগত ৮৪
ডাইভারসিটি- অধিকার সংরক্ষণ ৮৫
এমফেসাইয – একাত্মতা ৮৬
ভিকটিমাইযার – অন্যায়ের প্রতিবাদকারীই অন্যায়কারী ৮৭
লিগ্যাল রিফর্ম – আইনি বৈধতা ৮৮
মিডিয়া ৯১
পর্দার আড়ালে যারা ৯৩
ভয়ের শুরু ১০১
ভয়ের জগত ১০৪
তাহলে চলুন এক ভয়ের জগতে প্রবেশ করি ১০৪
"পাঠক, সাবধান! ১০৫
রিচার্ড হাকল ১১০
ফ্রেডি পিটস ১১২
পিটার স্কালি ১১৪
ফলো দা মানি ১১৮
ব্রুস ১১৮
ব্রেন্ডা ১২১
ডেইভিড ১২৪
ডেইভিড রাইমার; ব্রায়ান ১২৬
জন মানি ১২৮
কন্সেন্ট ও পেডোফিলিয়া ১৩৭
পারস্পরিক সম্মতি নেই কেন? ১৩৯
চেপে যাওয়া ইতিহাস ১৪৬
ঝেড়ে কাশি ১৫০
কিছু বিষয় সবাই খেয়াল রাখবে ১৫২
অভিভাবকদের প্রতি আরজ ১৫৩
যুক্তির নিরিখে ১৫৬
মনে কত প্রশ্ন/কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য? ১৫৬/১৮১

কদর্যতার নেপথ্য কারণ ১৮৯
স্বাভাবিক যৌনাচারের পথ রুদ্ধ করা; যৌন নির্যাতন ১৮৯
কৈশোরের যৌন কার্যক্রম ১৯০
অশ্লীল পরিবেশে বিকৃত নগরায়ন; পারিবারিক অবস্থা ১৯১

সমকামিতার কুফল ১৯৩
সমকামীরাই শিশুকামী ১৯৩
প্রাপ্ত বয়স্ক সমকামী ১৯৫
বিভিন্ন রোগের প্রকোপ ১৯৬

পরিচয় ব্যাধি ১৯৭
ফিরে আসা যায় ২০৮

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা

কিছু বুঝে নিব ২১৪
মানবীয় স্বভাব; ইসলামি জীবনব্যবস্থা; মানুষের দায়িত্ব; পরিশুদ্ধি ও তাকওয়া .. ২১৪
ইসলামি আইন; ইসলামি বিধান ২১৫

ইতিহাসের পাতায় ২১৬
সমকামিতার ইতিহাস; সমকামিতার অভিশাপের উদ্ভব ২১৬
প্রাথমিক অবস্থা ও এর ফলাফল ২১৬
সামগ্রিক সম্পৃক্ততা ও নবীর (আলাইহিস সালাম) উপর অহংকার প্রদর্শন ২১৭
লূতীদের শয়তানী আচরণ ২১৭
লূতের (আলাইহিস সালাম) দুঃখ; উপদেশ ও এর প্রতিক্রিয়া ২১৮
সীমাহীন নির্লজ্জতা; লূতের (আলাইহিস সালাম) বেদনা ২১৯
উপদেশ ও সতর্কতা; লূত (আ.); প্রথম সমকামিতা শিক্ষাদানকারী ২২০
লূতের (আ.) জাতির নারীরা; লূতের (আ.) পরবর্তী অবস্থা ২২১
ফ্রান্স ও জার্মানীতে সমকামিতা ২২২
মুসলিমদের মাঝে সমকামিতার সূচনা ২২৩
সমকামিতা ও ইসলামে এর নিষিদ্ধতা ২২৪
লূতের জাতির শাস্তি ও তা থেকে গৃহীত শিক্ষা ২২৫

ইসলামি দর্পনে ২২৬
সমকামিতার ইসলামি প্রতিরোধ; কুরআনের আদেশ ২২৬
মুফাসসিরদের মতামত; শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতামত ২২৭

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতা ২২৮
স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় নিষিদ্ধতা; সমকামিতা ২৩০
সমকামীরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত; আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর ক্রোধ... ২৩১
মৃত্যুর পরে সমকামীদের শুকরে পরিণত হওয়া; নারীর সাদৃশ্যকরণে নিষিদ্ধতা ...২৩২
নারীর সাদৃশ্যকরণের কুফল; নারীর সাদৃশ্যকারীদের উপর অভিশাপ ২৩৩
পুরুষের সাদৃশ্য নেওয়ার কুফল; কঠোর সতর্কবাণী..... ২৩৩/২৩৪

সুড়সুড়ি ২৩৫
যৌন অনুভূতির প্রেষণাদায়ক ও উপরতি; একসাথে শয়ন করা..... ২৩৫
ঢাকা ফরয এমন অঙ্গ; পারস্পরিক নগ্নতার ফলাফল..... ২৩৬
একত্রে শয়নের খারাপ প্রভাব; একত্রে শয়নের নিষিদ্ধতা..... ২৩৬/২৩৭
ইসলামি আহকাম; বিছানা পৃথক করার বিধানের ন্যায্যতা প্রতিপাদন....২৩৭/২৩৮
বিছানা পৃথকের নেপথ্যে যুক্তি; বর্তমান যুগে সতর্কতা ২৩৯
শরীয়ত ও ফলাফল; অবাধ্যতা; আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহর মত ২৪০
নির্দিষ্ট বয়সে অভিভাবকের সতর্কতা; হাইস্কুলের বয়স ও বন্ধুর পথ ২৪১
একজন মনোবিজ্ঞানীর সতর্কবাণী; স্থায়ী রোষানল; শরীয়াহর প্রমাণ..... ২৪২
সমকামিতার ফলাফল; সমকামীরা নপুংসকদের মত; ফকীহদের সূক্ষ্মদৃষ্টি..... ২৪৩
দাড়িবিহীন বালক ও হজ্জ; দাড়িবিহীন বালক ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ..... ২৪৪
ফকীহদের নিকট সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা; সতর্কতা না অবলম্বনের ফলাফল ..২৪৫

লাগে তারে ভালো ২৪৬
বালকদের দিকে তাকানো হারাম; দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা ২৪৬
অপাঙ্গদৃষ্টি ও হাদীছ; কামনাসহ দৃষ্টিপাতের অসৎ ফলাফল.....২৪৭
নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে সতর্কতা; সতর্কতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি...২৪৮
আলিমদের নিষেধাজ্ঞা; দাড়িবিহীন বালক সালাত পড়াবে না ও এর কারণ.... ২৫০
বালকদের দিকে বারেবারে তাকানো আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ ২৫০
বালকদের দিকে তাকানোর ব্যাপারে শাফিঈ আলিমদের মতামত ২৫১
দাড়িবিহীন বালকরা প্রলুব্ধকর ২৫১
হানাফী মাযহাব; সতর্কতার বিধান; বৈকৃতকাম ব্যক্তিদের প্রকারভেদ ২৫২
আল্লামা শামীর মতামত..... ২৫২
একটি ভুল ধারণা ও এর প্রতিষেধক; বালকদের সৌন্দর্য দেখে সুখানুভব করা..২৫৩
যৌন উত্তেজনার সংজ্ঞা; আমাদের পূর্বপুরুষগণের কর্মপদ্ধতি ২৫৪
বালকদের দিকে তাকানো, স্পর্শ করা ও নির্জনবাস..... ২৫৫

সমকামিতা একটি বিকৃত যৌনাচার এবং জঘন্য পাপাচার। একটি মানুষ যেমন জন্মগত ভাবে চোর কিংবা ডাকাত হয়ে জন্মায় না, ঠিক তেমনিভাবে কোনো মানুষই জন্মগত ভাবে সমকামী নয়। মহান স্রষ্টা কাউকেই সমকামী চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেননি বরং সমকামী-রা স্রষ্টা নির্ধারিত স্বাভাবিক আচরণকে বাদ দিয়ে চাহিদা মেটাতে বেছে নেয় এক বিকৃত উপায়। যা মহান স্রষ্টার নির্ধারিত পথের বিরূদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ। কোনও বিবেকবান মানুষের পক্ষে এই ঘৃণ্য অপকর্মকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। এটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য মর্যাদাহানিকর। সমকামিতা একজন পুরুষকে পুরুষত্ব থেকে এবং নারীকে তার নারিত্ব থেকে বঞ্চিত করে। এটা অপ্রাকৃতিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে সমকামীরা নিজে নিজেই ধ্বংস হয় না, সমাজের সুস্থতাও নষ্ট করে। একটি সুন্দর সমাজ যেসব দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে সমকামিতার প্রসার সেই ভিত্তিমূলেই কুঠারাঘাত করে। তাই এখনি সমাজ থেকে এই পাপাচারের মূলোৎপাটন করা অত্যাবশ্যক।

এই বিকৃত থেকে বাঁচতে চাইলে মহান স্রষ্টার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। এটা ভিন্ন অন্য কোন পথও নেই যা আমাদের সমাজকে এই অসভ্যতা থেকে বাঁচাতে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে। কারণ, মহান স্রষ্টা প্রদত্ত জীবন বিধানই হলো মানুষের নৈতিকতার প্রকৃত রক্ষক। ইসলামে সমকামিতা থেকে বেঁচে থাকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধি-বিধান ই শুধু নয়, এতে আরও আছে গোটা পৃথিবী থেকে এই কুকর্মের মূলোৎপাটনের সঠিক ও যথাযথ দিকনির্দেশনা। সূরা আল-কামার এর ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানুওয়া তা'আলা বলেছেন-

"নিঃসন্দেহে অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত হবে"

সমকামিতা নামক এই ব্যাধি আজ মানুষের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে। ঘরে প্রবেশের আগেই এঁকে ঝেটিয়ে বিদায় না করলে কেবল একটি নয়, বরং একাধিক পরিবার, সমাজ, জাতি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। সমকামিতার বিরূদ্ধে জনসচেতনতার তৈরিতে ইসলাম, বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ছুরির নিচে সমকামিতাকে রেখে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি "অভিশপ্ত রঙধনু"।

অপ্রিয় সত্য

২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ। Marina Del Rey Marriott Hotel - এ চলছে NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality) এর কনফারেন্স। প্রায় শতাধিক মনোচিকিৎসকের সামনে American Psychological Association (APA) - এর সাবেক প্রেসিডেন্ট Nicholas Cummings, Ph.D. উচ্চারণ করলেন কিছু অপ্রিয় সত্য।

- ✓ সমাজকর্মীরা American Psychological Association-কে বাধ্য করছে তাদের হয়ে কথা বলতে। এমন সামাজিক অবস্থান নিতে জোর করছে, যার পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
- ✓ তখনই APA কোন গবেষণা পরিচালনা করে, যখন তারা জানে যে রেজাল্ট কী হবে। সম্ভাব্য যে ফলাফল পক্ষে আসবে, তেমন গবেষণাই কেবল অনুমোদন দেয়া হয়।
- ✓ যখন Cummings সাহেব ও আরেক মনোবিদ Rogers Wright, Ph.D একটা বই লিখছিলেন Destructive Trends in Mental Health নামে, তখন তারা আরও কিছু সহকর্মীর সাহায্য চান। তারা কেউই সাহায্য করেনি বরখাস্ত হবার ভয়ে কিংবা পদোন্নতি বঞ্চিত হবার ভয়ে। বেশি ভয় পেত তারা 'gay lobby' বা 'সমকাম সমর্থক'দেরকে, যারা APA-তে খুবই শক্তিশালী।
- ✓ সমকাম কর্মীদের এজেন্ডার অমত করলেই তাকে থামিয়ে দেয়া হয় এ কথা বলে যে — 'সমকামীদের বিরোধিতা মানে কাপুরুষতা'।
- ✓ Cummings সাহেব তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বলেন: তদকালীন APA-র প্রেসিডেন্ট, যিনি আবার ছিলেন লেসবিয়ান, আমার বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছিলেন, কথাই বলতে দেননি এ কথা বলে যে, আপনি স্ট্রেইট পুরুষ আর

আমি লেসবিয়ান নারী। আপনার সাথে আমি কোনো বিষয়েই একমত হতে পারব না। অথচ পুরো হলের কেউ কোনো কথাই বলল না। এই নারী APA-এর একজন প্রখ্যাত গবেষক ও বহু অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত। পাঠক, তাহলেই বোঝেন কী গবেষণা হয়।

- ✓ APA সমকামীদের মনোচিকিৎসা করে তাদের স্বাভাবিক যৌনতায় ফিরিয়ে আনাকে 'অনৈতিক' ঘোষণা করার দ্বারপ্রান্তে। তাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতা কি একমুখেই চলবে?
- ✓ আরেকজন মনোচিকিৎসক Jeffrey Satinover, M.D. একই অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, সমকাম কর্মীদের দ্বারা মানসিক-স্বাস্থ্য সংগঠনগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। এরা গবেষণার ফলাফলকে নিজেদের স্বার্থে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞানের এই বিকৃতি এতোই ব্যাপক, যে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। তিনি আরও বলেন, দেখেন, কারা APA-র প্রতিনিধিত্ব করে। সমকাম মনোবিদ Gregory Herek, Ph.D. লেখেন বিখ্যাত Romer v. Evans কেসের ব্রিফিং APA-র পক্ষে। আমেরিকার 'জেন্ডার পরিচয়' আইনে এই কেস অন্যতম ভিত্তি। তিনি সেখানে জেন্ডার পরিচয় এক্সপার্ট হিসেবে ২ জনের নাম বলেন।

- John Money, Ph.D. যিনি ডাচ শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-তে সাক্ষাৎকার দেন: বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস গঠনমূলক হতে পারে, যদি উভয়ের সম্মতি থাকে।
- John de Cecco, Ph.D. শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-র একজন সম্পাদক। এবং Journal of Homosexuality-তে বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস (man-boy sexual contact) কে আখ্যায়িত করেন 'দুই প্রজন্মের কাছে আসা' হিসেবে।

পাঠক, এঁরা আমাদের জন্য বিজ্ঞান বানায়। APA-র আলোচনা এজন্য করা হল, কারণ সমকাম ও নারীবাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় এবং প্রকাশিত হয় American Psychological Association-এর ব্যানারে। এবং এগুলোকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয় পুরো দুনিয়া। সেখানে অবস্থা এই।

নাটের গুরু

উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন সবকিছু দেখতে শুরু করলো বিজ্ঞান নামক চশমার ভেতর থেকে তখন পুঁজিবাদী আর ভোগবাদী সভ্যতার দরকার ছিল এমন কিছু সায়েন্টিফিক থিওরির যেগুলো অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বিকৃত যৌনাচারগুলোর পায়ের তলায় মাটি দাঁড় করিয়ে দেবে। সিগ্মন্ড ফ্রয়েডের হাত ধরে এমন কিছু থিওরি এসেছে, তবে মূল কাজটা করেছেন আলফ্রেড কিনসি সাহেব। ১৯৪৮ সালে বায়োলজি ও পতঙ্গবিদ্যার' এই অধ্যাপক বের করেন তার প্রথম বই 'Sexual Behavior in the Human Male' ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তার আরেকটি বই 'Sexual Behavior in the Human female।'

এই দুটি বই যেন ঝড় তোলে পাশ্চাত্যে; যৌনতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে এনে দেয় আমূল পরিবর্তন। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের অন্য কোন বই বা রিপোর্ট পাশ্চাত্যকে এতোটা বদলে দেয়নি, যা এই দুইটি বই দিয়েছিল। আধুনিক 'সেক্স এডুকেশান' বা যৌনশিক্ষা এবং যৌনতা সম্পর্কে আধুনিক পশ্চিমা ধারণা, একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে আলফ্রেড কিনসির এই দুই বিখ্যাত 'থিসিসের' উপর ভিত্তি করে। এই দুটি বইয়ে কিনসি এমন কিছু দাবি তোলেন, যা মানুষ আগে কোনোদিন শোনেনি। কিনসি বলেন যে, শিশুরা জন্ম থেকেই সেক্সুয়ালী এক্টিভ, যৌনসক্ষম। সাত মাস বয়সী এক শিশু এবং এক বছরের নিচের আরো পাঁচজন শিশুকে তিনি মাস্টারবেট বা হস্তমৈথুন করতে দেখেছেন বলে তিনি দাবি করেন [১]। তিনি আরও মনে করেন, শিশুরা বয়স্ক সঙ্গী/সঙ্গীনীদের সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং উপকারী যৌনমিলন করতেই পারে এবং করা উচিতও [২]। পিতামাতার উচিত ৬-৭ বয়স থেকে শুরু করে শিশুদের মাস্টারবেট করানো। এবং

[১] Sex education as bullying, page 7

[২] Kinsey,Sex and Fraud, page 3

মিলেমিশে একসঙ্গে মাস্টারবেট করা। কিনসি দাবি করেন, বয়ঃসন্ধিকাল থেকে বার্ধক্য অব্দি, ৩৭% পুরুষেরই সমকামী অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।[৩]

কিনসির মতে, মানব যৌনতার ওপর কারো কোন কর্তৃত্ব ফলানো চলবে না। তার যা মন চাইবে, সে তাই করতে পারবে, এটাই স্বাভাবিক, সমকামিতা স্বাভাবিক, শিশুকাম-হস্তমৈথুন স্বাভাবিক, স্বাভাবিক সব ধরণের বিকৃত যৌনাচার; বরং নারী-পুরুষের স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতাই অস্বাভাবিক।[৪] পরবর্তীতে এই 'মহান' বিজ্ঞানীর কাজগুলো রিফিউটেশানের শিকার হয়েছে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের দ্বারাই। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন আলফ্রেড কিনসির দাবীগুলোর তেমন কোন সায়েন্টিফিক ভিত্তি নেই। তার তথ্য উপাত্ত গুলো যথেষ্ট পরিমাণে গোঁজামিলে ভরপুর।[৫] এমনকি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য অনেক সময় সাবজেক্টের ওপর চরম যৌননির্যাতন চালানো হয়েছে, রেহাই দেওয়া হয়নি শিশুদেরকেও।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। কিনসি সব ধরণের বিকৃত যৌনাচারকে স্বাভাবিক করার যে দাবি তুলেছিলেন, তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে দেরী করেনি পুঁজিবাদী-ভোগবাদী-বস্তুবাদী দুনিয়ার হর্তাকর্তারা। বস্তা বস্তা ডলার ঢেলে কিনসির ভুয়া দাবিগুলো বিজ্ঞানের সহিহ শুদ্ধ পোশাক পরিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে পুরো বিশ্বের সাধারণ মানুষজনের কাছে। ক্রমাগত গুনগান গাওয়া হয়েছে সমকামিতার, শিশুকামিতার। সেক্স এডুকেশানের নামে বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সমকামিতা, মাস্টারবেশন, এনাল সেক্সের মতো জঘন্য বিষয়গুলো; এবং এখনো হচ্ছে।

পশুকাম, শিশুকামকে স্বাভাবিক বলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম, মুভি, সিরিয়াল, গল্প, উপন্যাসের মাধ্যমে সমকামীদেরকে সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। পর্নমুভির মাধ্যমে হাতে কলমে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সমকামিতাসহ সকল বিকৃত যৌনাচারের। আর এ কাজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে এবং করে চলছে Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS), International Plant Parenthood Federation (IPPF), জাতিসংঘ, প্লেবয় ম্যাগাজিন, পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদি।

---

[৩] Kinsey,Sex and Fraud, page 2

[৪] [Kinsey,Sex and Fraud, page 2]

[৫] [Kinsey, Sex and Fraud, page 1]

পাশ্চাত্যের সেক্সোলজির পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যের ওপর। ইরাক, আফগানিস্তান, ইয়েমেনে ড্রোনে করে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ফ্রিডোম অফ চয়েস ফেরি করে বেড়ানো পাশ্চাত্য দুনিয়া কেন মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই আইডিওলোজি গায়ের জোরে চাপিয়ে দিচ্ছে পুরো পৃথিবীর ওপর? অন্যের ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্যের ফ্রিডোম অফ চয়েসে নাক গলানোর অধিকার তাকে কে দিল? মুসলিম ভূখন্ডের অধিবাসীরা নিজেরাই ঠিক করে নিবে তারা সমকামিতা মেনে নিবে না বর্জন করবে, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ফাঁপা বুলিই তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রই তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে তারা বেছে নিবে তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি। তাহলে কেন পাশ্চাত্য জোর করে 'মুক্তি'-র পশ্চিমা সংজ্ঞা চাপিয়ে দিচ্ছে মুসলিমদের উপর? যারা ক্রমাগত চিন্তার স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, বৈচিত্র্যের স্তুতি গেয়ে বেড়ায়, যারা মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে সম্মান করার দাবি করে, তারাই কেন পশ্চিমা লিবারেলিজমের আদর্শগুলোকে সারা পৃথিবীর মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায়? যা কিছু পশ্চিমা লিবারেলিজমের ছকের ভেতর পড়ে তা সভ্যতা; আর যা কিছু এর বাইরে তার সবই পশ্চাৎপদতা — কীভাবে তারা ঔদ্ধত্যভরে এই দাবি করে? কে তাদের অধিকার দিয়েছে?

ইনশাআল্লাহ্ এই পাঠে আমরা পাশ্চাত্যের সেক্সোলজির শিকড় ধরে টান দেবার চেষ্টা করব। আমরা দেখব কিভাবে পাশ্চাত্য গায়ের জোরে সমকামিতাকে স্বাস্থ্যকর হিসেবে প্রমাণ করে চলেছে। কিভাবে বাংলাদেশে মিডিয়া আর এনজিও-ওয়ালারা সমকামিতার প্রসারে কাজ করছে আপনারই নাকের ডগায়। আমরা মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করব কিছু মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, কিছু অরগানাইজেশান, কিছু ব্যক্তির। যারা এই দেশকে আপনার এবং আপনার সন্তানের জন্য বসবাসের অনুপযুক্ত করে তুলছে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক।

সমকামিতা স্বাধীনতা, নাকি রোগ নাকি অন্যকিছু[৬]

সমকামিতা নিয়ে কথা বললেই প্রথমে যে যুক্তি দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হয়, তা হলো - অন্যে কিভাবে চলবে না চলবে তার নিজস্ব ব্যাপার। স্রষ্টা কাউকে সমকাম দিয়ে সৃষ্টি করলে, তারও অধিকার আছে তার পছন্দমতো জীবন বেছে নেওয়ার। এই প্রশ্নগুলো আমাদের দেশের কথিত মুক্তচিন্তকরা করেন পাশ্চাত্যের দর্শন টেনে এনে। মূলত সমকামিতাকে পাশ্চাত্যে ডাকা হয় 'একটি বিকল্প লাইফস্টাইল', 'ব্যক্তিগত পছন্দ' অথবা 'প্রাকৃতিক ব্যতিক্রম' হিসেবে। অথচ সমকামিতাকে একসময় একটি অসুস্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন American Psychiatric Association (APA)-এর মনোবিদেরা[৭]। যদিও এখন আর অসুখের লিস্টে সমকামিতা খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং তার জায়গায় উল্টো হোমোফোবিয়া অর্থাৎ সমকামভীতিকেই এখন অসুস্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে[৮]। ইসলাম এবং আমরা মুসলিমরা ক্রমাগত এর বিরোধিতা করে যাবার কারণে আজ আমাদের 'গোঁড়া', 'ভিন্নমতের প্রতি অসহনশীল' ইত্যাদি বিভিন্ন কথা শোনানো হচ্ছে। আর সমকামিতার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সমকামিতা শুধুই সামাজিক অবক্ষয় বা ব্যতিক্রমী সামাজিক

---

৬ (মূল লেখাটি ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস এর "কন্টেম্পোরেরি ইস্যুস" বই থেকে নেয়া। তবে পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে কিছু কথা অনুবাদক নিজ থেকে যোগ করেছেন, যা বন্ধনীর ভিতরে রেখে মূল লেখাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।)

৭ ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত Diagnostic and Statistical Manual (DSM) নামক রোগের তালিকায় 'সমকামিতা' ছিল। ১৯৭৩ সালে এর ২য় সংস্করণে বাদ দেয়া হয়। ***Out of DSM: Depathologizing Homosexuality,*** Jack Drescher, ***Behavioural Science (Basel).*** 2015 Dec; 5(4): 565–575

৮ Psychoticism, Immature Defense Mechanisms and a Fearful Attachment Style are Associated with a Higher Homophobic Attitude, Giacomo Ciocca PsyD et. al., ***Journal of Sexual Medicine,*** Volume 12, Issue 9; September 2015, Pages 1953–1960